২০। যে সকল জলমহালসমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে, সেখান থেকে মৎস্যচাষে ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২১। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবন ভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয় রুপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

২২। বদ্ধ বা উন্মুক্ত কোন জলাশয়েই রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। জলাশয়ের ইজারা ১৪২৯-১৪৩১ বঙ্গাব্দের জন্য মেয়াদি ইজারা কোন অবস্থায় ইজারা মেয়াদ বর্ধিত করা হবে না। প্রথম বছর ব্যতীত ইজারাকৃত জলাশয়ের পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য পূর্ববর্তী বছরের ১৫ ফাল্গুনের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, কোন নোটিশ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা বন্দোবস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বিধি মোতাবেক সমিতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এজন্য জলমহালটি এ সময়ে ইজারা প্রদান করা না গেলে ইজারাদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

২৩। **ইজারাদারকে বিধিমতে ইজারামূল্যের সাথে সরকার নির্ধারিত ১০% আয়কর ও ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য, ভ্যাট ও আয়কর জমা দিয়ে ইজারাদার সমিতির সভাপতি/মনোনীত প্রতিনিধি স্ব-উদ্যোগে কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখল বুঝে নিবেন। চুক্তিপত্র সম্পাদন ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই কোন জলমহালের দখল হস্তান্তর করা যাবে না। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের উপর কোন দায় বর্তাবে না। চুক্তিপত্র সম্পাদন না করলে ইজারা বাতিল করা হবে।**

২৪। ইজারগ্রহীতাকে ইজারা চুক্তির শর্তাবলী এবং জলমহাল ও সরকার কর্তৃক আরোপিত নির্দেশনাবলী মেনে চলতে হবে। ইজারা চুক্তির লঙ্ঘন বা নির্দেশনা অমান্যের জন্য ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে। ইজারা গ্রহীতা অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট সাব-লীজ দিতে পারবেন না। সাব-লীজ দিলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৫। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরুপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে। পরিবেশ বান্ধব হিজল করচ গাছ লাগাতে হবে।

২৬। লীজ গ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন। কেই যাতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল বা আকার আকৃতির পরিবর্তন না করে তা নিশ্চিত করবেন।

২৭। অনুমোদিত ইজারা গ্রহীতা সরকার বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ফাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২৮। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আদেশ/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৯। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনরুপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষন করেন।

(খন্দকার মুনাফিজুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বড়লেখা, মৌলভীবাজার

স্মারক নং: ০৫.৪৬.৫৮১৪.০০০.০২.০০৮.২২- ৬৮৬ তারিখ: ১১/০৪/২০২২ খ্রি.

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতির জন্য

০১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট
০৩। জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার
০৪। একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও উপদেষ্টা-১, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, বড়লেখা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৫। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ও উপদেষ্টা-২, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, বড়লেখা

বিতরণ ঃ অবগতি ও বহুল প্রচারের জন্য
০৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুলাউড়া/কমলগঞ্জ/রাজনগর/জুড়ী/শ্রীমঙ্গল/মৌলভীবাজার সদর
০৭। মেয়র, বড়লেখা পৌরসভা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০৮। সহকারী কমিশনার (ভূমি) বড়লেখা/কুলাউড়া/কমলগঞ্জ/রাজনগর/জুড়ী/শ্রীমঙ্গল/মৌলভীবাজার সদর
০৯। জেলা তথ্য অফিসার, মৌলভীবাজার
১০। উপজেলা ---------------------------------- কর্মকর্তা (সকল) বড়লেখা, মৌলভীবাজার

১১। উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা সমাজসেবা/সমবায় অফিসার, বড়লেখা। বিজ্ঞপ্তিটি সকল রেজিস্টার্ড মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সমূহের মধ্যে বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো

১২। আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, মীরের ময়দান, সিলেট। বিজ্ঞপ্তিটি স্থানীয় সংবাদ বুলেটিনে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো

১৩। চেয়ারম্যান---------------------------------------ইউ/পি (সকল)বড়লেখা, মৌলভীবাজার। বিজ্ঞপ্তিটি তার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডসহ ঢোল সহরত ও মাইকিং এর মাধ্যমে বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো

১৪। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ....(সকল) বড়লেখা, মৌলভীবাজার। বিজ্ঞপ্তিটি তার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডসহ ঢোল সহরত ও মাইকিং এর মাধ্যমে বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো

১৫। জনাব---------------------------------- সভাপতি/সম্পাদক, --- সমবায় সমিতি
লিঃ, --

১৭। সম্পাদক, --। বিজ্ঞপ্তিটি স্বল্প পরিসরে আগামী /০৪/২০২২ খ্রি তারিখের মধ্যে পত্রিকাটির ভেতরের পাতায় একটি মাত্র সংখ্যায় প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো

১৮। নোটিশ বোর্ড, অত্রাফিস

(খন্দকার মুদাচ্ছির বিন আলী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বড়লেখা, মৌলভীবাজার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বড়লেখা, মৌলভীবাজার

স্মারক নং ০৫.৪৬.৫৮১৪.০০০.০২.০০৮.২২- ৬৮৬ | তারিখ : ১১/০৪/২০২২ খ্রি.

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ এর আলোকে অনূর্ধ্ব ২০(বিশ) একর বদ্ধ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন আহবান পুনঃ বিজ্ঞপ্তি নম্বর-০২/১৪২৯-১৪৩১

এতদ্বারা নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবি সংগঠন/সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত (প্রকৃত মৎস্যজীবি যদি থাকে) সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বড়লেখা উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন নিম্নবর্ণিত ইজারাযোগ্য অনূর্ধ্ব ২০(বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহালসমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী ১৪২৯-১৪৩১ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮০২০.০৯(অংশ-২)-২১/১ নং স্মারকের নির্দেশমতে যে সকল ২০ একরের নিচে জলমহাল ১ম পর্যায়ের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ইজারা প্রদান করা হয়নি সেসকল জলমহালগুলো নিম্নোক্ত শর্তে পুনরায় অনলাইনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রচারিত কোন জলমহালের উপর বিজ্ঞ আদালত/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ আরোপিত হয়ে থাকলে অত্র বিজ্ঞপ্তি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

আবেদন ফরম ক্রয় দাখিল : জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী jm.lams.gov.bd ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল ও দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টকপি (যাবতীয় কাগজাদিসহ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বড়লেখা-এ দাখিল করা যাবে।

<u>সময়সূচি</u>

অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের নির্ধারিত টেন্ডার বাক্সে জমাদানের তারিখ
১১/০৪/২০২২ থেকে ১৩/০৪/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত	১১/০৪/২০২২ হতে ১৭/০৪/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে

<u>১৪২৯-১৪৩১ বাংলা সন মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা</u>

ক্র : নং	জলমহালের নাম	তফসিল			বিগত ০৩ বছরের গড় ইজারামূল্য	৫% বর্ধিত হারে ধার্যকৃত ইজারামূল্য	আবেদন মূল্য
		মৌজা	দাগ নং	পরিমাণ (একর)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	লম্বাবিল ও চান্দের চেপ্টি	শংকরপুর	৫৫৫	১.৭২	১,৩৭৯/-	১,৪৪৮/-	৫০০/-
২	পাগলারবান্দ	কেছরিগুল	২৬২৬	২.৪০	৬,৯৮০/-	৭,৩২৯/-	৫০০/-
৩	মরাসুনাই নদী	-	--	--	১২,৬৭৮/-	১৩,৩১২/-	৫০০/-
৪	উদেরখাল	কুলাউড়া	১১১২গং	৩.০৪	১৪,৪৭০/-	১৫,১৯৩/-	৫০০/-
৫	তকাইয়া বিল	হাকালুকি	১৩	৩.৫০	১,১৫৮/-	১,২১৬/-	৫০০/-
৬	কামড়ীখাল	রফিনগর/চন্ডিনগর	২৩৫,১৭২১	৪.৬৭	৮১,০৩৪/-	৮৫,০৮৬/-	৫০০/-
৭	খাইর নদী ১ম ও ২য় খন্ড (বদ্ধ)	হাকালুকি	১৬,১৪৩	১০.১২	১০,৯৯৮/-	১১,৫৪৮/-	৫০০/-
৮	কার্তিয়ার গাংরো	জল্লার হাওর	২০০৫,২০১৩,২০১৫,২০১৭	৬.০৮	৪,৫১৫/-	৪,৭৪১/-	৫০০/-
৯	মুন্সি বিল	দ্বিতীয়ারদেহী	২১৮,৫৮৪,৮৭৫,২২৩	৪.৭১	৪,২৮৪/-	৪,৪৯৮/-	৫০০/-
১০	চিকু বিল	সুজানগর	৬৬০	২.৭০	৩১,৬০৩/	৩৩,১৮৩/-	৫০০/-
১১	মরুয়া বিল	দ্বিতীয়ারদেহী	১০৫	১০.৮০	১৭,৭২৩/-	১৮,৬০৯/-	৫০০/-
১২	বরইতলীর ডহর	জল্লার হাওর	৪১৬১	২.৯০	২,১২৯/-	২,২৩৫/-	৫০০/-
১৩	রাতখাল	বর্নি	৪৬২৬,৪৬৭৪	৮.০০	৮,৯৪৮/-	৯,৩৯৫/-	৫০০/-

১৪	আটার কাউনি	ধর্মদেহী	৮৫,৮৪৯,১৩৮৯,৮৬০,৮৩৩	১.২০	৩,০৬০/-	৩,২১৩/-	৫০০/-
১৫	জায়গির বিল	পানিসাওয়া	৬৮০/৭৮৬,৬১০/৭৯৬,৫৯৬ ,৬১৪/৭৯৮,৫৯৮/৭৮১,৫৯৭ /৭৯১,৬৮০/৭৯৩	১.৪৮	৩,৭০৫/-	৩,৮৯০/-	৫০০/-
১৬	ফাটার ডুবি বিল	জল্লার হাওর	৪২২৩	২.৭২	৬,৬৬৮/-	৭,০০২/-	৫০০/-
১৭	গাংরা কাটা	জল্লার হাওর	১৩৬৬	৩.৩৭	৭,৭৯৮/-	৮,১৮৮/-	৫০০/-
১৮	ছনু খালি	ঘিতিয়ারদেহী	২১০,২২০,২৩১,২২৮,২২৭	৭.৬৭	১৪,৮৮১/-	১৫,৬২৫/-	৫০০/-
১৯	নিমুকুড়ি বিল	ইসলামপুর	২৩২,৭০৭	৩.৪৬	৪,১৬৮/-	৪,৩৭৭/-	৫০০/-
২০	আলুর ডুবি বিল	জল্লার হাওর	২০২৫	১.২৯	২,২১৭/-	২,৩২৮/-	৫০০/-
২১	হিংলিয়া চেন্টি বিল	মুর্শিবাদকুরা	২২০২	২.৬৭	৪,০১০/-	৪,২১১/-	৫০০/-
২২	চিরুয়া বাইয়া বিল	-	-	-	১,৮৫৩/-	১,৯৪৬/-	৫০০/-
২৩	পথের কুড়ি	-	-	-	৭,১২১/-	৭,৪৭৭/-	৫০০/-
২৪	ভুতেরকোনা পশ্চিমের গাংরা	জল্লার হাওর	২০৬৩ দাং	৫.৭৯	৩,৮৫৯/-	৪,০৫২/-	৫০০/-
২৫	কালোকুড়ি	-	-	-	১১,৫৭৬/-	১২,১৫৫/-	৫০০/-
২৬	সাহেবের খাল	-	-	-	৩,০৩০/-	৩,১৮২/-	৫০০/-
২৭	পোরলের কোন মাজের বিল	জল্লার হাওর	২৭৪৯,৮৮,৯৪	৬.৫৭	৬,৯৪৬/-	৭,২৯৩/-	৫০০/-

১৪২৯-১৪৩১ বাংলা সন মেয়াদে ইজারাযোগ্য খাসপুকুরের তালিকা

ক্রমিক নং	খাসপুকুরের নাম	তফসিল			বিগত ৩ বছরের গড় ইজারা মূল্য	ধার্যকৃত সরকারি ইজারা মূল্য	আবেদন মূল্য
		মৌজা	দাগ নং	পরিমাণ (একর)			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
০১	শ্রীধরপুর সরকারি খাস পুকুর	শ্রীধরপুর	১২৯১দাং	০.১০	১,৫৭৫/-	১,৬৫৪/-	৫০০/-
০২	ইটাউরি সরকারি খাসপুকুর	ইটাউরি	২৩১৮	০.১৩	১,৫৭৫/-	১,৬৫৪/-	৫০০/-
০৩	ভূগা সরকারি খাস পুকুর	ভূগা	৮০	০.৩৮	১,৫৭৫/-	১,৬৫৪/-	৫০০/-
০৪	সুজানগর খাস পুকুর	সুজানগর	১২৭৫ ১২৭৬	০.৪৮ ০.৩৪	-	১,৫০০/-	৫০০/-
০৫	বোয়ালি সরকারি খাস পুকুর	বোয়ালি	১৯৬০	০.২৭	১,৫৭৫/-	১,৬৫৪/-	৫০০/-
০৬	নান্দুয়া সরকারি খাস পুকুর	নান্দুয়া	৪৮৩	০.১৮	১,৫৭৫/-	১,৬৫৪/-	৫০০/-
০৭	চন্ডিনগর সরকারি খাস পুকুর	চান্ডিনগর	২১৫১	০.৭২	১,৫৭৫/-	১,৬৫৪/-	৫০০/-
০৮	রসগ্রাম সরকারি খাস পুকুর	রসগ্রাম	১৫১	০.৪৬	১,৫৭৫/-	১,৬৫৪/-	৫০০/-
০৯	পাখিয়ালা সরকারি খাস পুকুর	পাখিয়ালা	৯৬	০.২৩	১,৫৭৫/-	১,৬৫৪/-	৫০০/-
১০	উজিরপুর সরকারি খাস পুকুর	উজিরপুর	৩৩	০.২৩	১,৫৭৫/-	১,৬৫৪/-	৫০০/-
১১	গল্লাসাংগন সরকারি খাস পুকুর	-	-	-	১,৫৭৫/-	১,৬৫৪/-	৫০০/-
১২	শংকরপুর সরকারি খাস পুকুর	-	-	-	১,৫৭৫/-	১,৬৫৪/-	৫০০/-
১৩	কুমারশাইল সরকারি খাস পুকুর	কুমারশাইল	৯৪০	০.৪৯	১,৫৭৫/-	১,৬৫৪/-	৫০০/-
১৪	নিজ বাহাদুরপুর সরকারি খাস পুকুর	-	-	-	১,৫৭৫/-	১,৬৫৪/-	৫০০/-

শর্তাবলী ঃ

১। আবেদনপত্র অনলাইনে দাখিল করতে হবে (jm.lams.gov.bd) এবং দাখিলকৃত অনলাইন আবেদনপত্রের প্রিন্টকপি ও অন্যান্য কাগজাদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জামানতের মূলকপি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বড়লেখার নির্ধারিত টেন্ডার বাক্সে দাখিল করতে হবে।

২। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রে কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। আবেদনকারী মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিকে ০৩(তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষে সংশ্লিষ্ট জলমহালের চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে । কোন আবেদন অসম্পূর্ণ হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদন ফরমের সকল তথ্য/অংক স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং অনলাইনে প্রিন্ট কপিতে কোন কাটাকাটি,ঘষা-মাজা গ্রহণ করা হবে না।

৩। প্রকৃত মৎস্যজীবিদের নিবন্ধিত সমবায় সমিতি কোন সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারী সমিতিতে যদি কোন অমৎস্যজীবি সদস্য থাকেন তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহালসমূহের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে নীতিমালা অনুযায়ী অগ্রাধিকার পাবে।

৪। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সমিতির সদস্যগণ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৫। জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আবেদনকারী সমিতির কার্যকারিতা কিংবা সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দলিলপত্র/তথ্যাদি দাখিল/সংযুক্ত প্রত্যয়নপত্রসহ ২(দুই) বছরের অডিট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠন/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্ট প্রয়োজন হবে না।

৬। অনলাইনে আবেদন দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) আপলোড করতে হবে।

৭। আবেদনকারী সমিতিকে প্রার্থিত জলমহালের বিগত ০৩(তিন) বছরের গড় ইজারামূল্যের উপর ৫% বর্ধিত হারে মূল্য উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

৮। কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠনের মধ্যে জঙ্গী সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন প্রকার জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জামানত হিসেবে আবেদনকারীকে তার অনলাইন আবেদনের সাথে স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে এবং পে-অর্ডারের কপি অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অবশ্যই টেন্ডার বাক্সে জমা প্রদান করতে হবে। লীজ প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজ প্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

১০। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, কোন তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১। লীজ প্রদানকৃত জলমহালসমূহ সময়ে সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হবে এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইনগত/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২। লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। এক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। বাতিলকৃত লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন পরবর্তী ০৩(তিন) বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১৩। কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না। জলমহাল যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ইজারা প্রদান করা হবে। ইজারা গ্রহণের পূর্বে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে আবেদন ফরম দাখিল করতে হবে। যখনই ইজারা চূড়ান্ত করা হোক না কেন তা ১লা বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ সন হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে। ইজারা বিষয়ে সকল রকমের তথ্য অর্থাৎ জলমহালের পূর্ববর্তী বছরের ইজারামূল্য, আয়তন ও অবস্থান ইত্যাদি অফিস চলাকালে জানা যাবে। ইজারা গ্রহণের পর জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে অথবা অন্য কোন কারণে ইজারাদার ক্ষতিগ্রস্থ এরুপ ওজর/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

১৪। বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ, ১৪২৯ বাংলা সন থেকে কার্যকর হবে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ সমাপনান্তে শেষ হবে। একই সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশন করা হলে তা সরকারি খাতে জমা হবে।

১৫। ইজারা প্রদত্ত জলমহালের ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা তা মৎস্য আইন, প্রযোজ্য অন্য কোন আইনের আওতায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট ইজারাদার বা সংগঠনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৬। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতর সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না।

১৭। অনলাইন আবেদন ফরমের সাথে প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশন এবং মূসক নিবন্ধন সার্টিফিকেট "মূসক-৮" এর সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে।

১৮। আবেদন ফরমের সাথে প্রকৃত মৎস্যজীবি, মাছচাষ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এবং অঙ্গীনামা ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হবে।

১৯। বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না এবং জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যার কারণে প্রযোজ্য বিধি-বিধান কিংবা আইন লঙ্ঘিত হয়।